মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৫৩ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ চৈত্র, ১৪২৩ ❀ এপ্রিল, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী	—	৪
৩। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। আমি কাঁদি কেন?	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৫। আটদিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ধর্মসভার সারাংশ	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৭
৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণী	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১১
৭। শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১৩
৮। নির্যাণ (কঞ্জাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী)	—	১৭
৯। শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব উপলক্ষে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী প্রেরিত শংসাপত্র	—	১৮
৯। গৌরজয়ন্তী উপলক্ষে গোদ্রুমধামে ছয়দিন ব্যাপী নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ চৈত্র, ১৪২৩ ❀ এপ্রিল, ২০১৭

সারকথা

মহানুভবের এই সহজ 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।৫।৭৮)

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।৫।৯)

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।৬।৪০)

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।৬।৩০৯)

মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।১৬।৯০)

মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।২০।৩৭)

"ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম—যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্ম-সুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ।২০।৬২)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও বাণী

২৭। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ করে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়।

২৮। যাহাদের আত্মবিৎ-এর নিকট নিজেদের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

২৯। কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্মাঙ্গের অন্তর্গত।

৩০। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই-একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণ সেবাময় মঠের সেবা করিবে।

৩১। শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানু-করণ-বর্জ্জনকার্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

৩২। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম কম পড়ে।

৩৩। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

৩৪। আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।

৩৫। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা।

৩৬। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

১। ''নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যে-স্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সে-স্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।''

—(ভা ১১।১।৮—বিবৃতি)

২। ''শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশার ভাগ-বাটোয়ারা ও কনক-কামিনীর অংশনির্দ্দেশ লইয়া এরকাবনের শর-সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্য কৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন।''

—(ভা ১১।১।১৫—বিবৃতি)

৩। ''বর্ণধর্মে'' অবস্থিত জনগণ বর্ণবহির্ভূত সমাজের গুরু। বর্ণিগণের গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব, ধর্ম রক্ষাকর্ত্তা—আচার্য্য। যেখানে আচার্য্য প্রভুর নিন্দা, সেইস্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য, সমর্থ হইলে নিন্দক-জিহ্বা অপসারিত করিবে, অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাইবে।''

—(ভা ৪।৪।১৭—বিবৃতি)

৪। ''হরিজন বিদ্বেষী যতই কেন-না নিকট-আত্মীয় হউন, তাঁহার সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার্য। মায়ামূঢ় ব্যক্তিসকল ভগবান্ ও হরিজনকে মায়িক মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। বৈষ্ণবানুগা সতী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের সঙ্গে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না। যে-স্থলে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের গর্হণ হয়, তথায় আত্মবিদের অবস্থান কদাচ কর্তব্য নহে।

—(ভা ৪৪।১৯—বিবৃতি)

৫। সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন করিবেন, মহাজন-গ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণবিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

—(পত্রাবলী, ৫।৮।২৬)

৬। Devotion and love এর Church (শুদ্ধ ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্বত্র হওয়া আবশ্যক আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

''পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম''

—(ঐ, ১৪শ কার্তিক, ১৩৩৩)

৭। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দীনচিত্ত ও অসমর্থজনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। —(''পত্রাবলী'', ১০।৩১।৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান-২৪ পরগনা, তাং- ২৪-০৩-২০১১

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীলগুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ গৌরমন্ডল পরিক্রমার প্রথম দিবসে আমরা শ্রী পঞ্চানন মন্ডলের বাড়ীতে সমবেত হয়েছি গৌরের কথা প্রসঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করবার জন্য। মহাপ্রভু তিনি অদ্বৈতের দ্বারা আরাধিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এজগতে যতপ্রকার উপায় আছে ভগবানকে তার মধ্যে তিনি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছেন। ভগবানকে জানবার উপায় আবিষ্কার করার পেছনে রয়েছে তাঁর প্রেম বিতরণ লীলা। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্যামসুন্দরকে প্রকাশ করেছেন অদ্বৈতের দ্বারা এবং অদ্বৈতের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে তিনি নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদির দ্বারা সম্যকরূপে প্রচারিত হয়েছেন।

''শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শচীগর্ভসিন্ধু থেকে হরিরূপে ইন্দু হয়ে মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণলীলায় যে রস তিনি আস্বাদন করতে পারেন নাই মহাপ্রভু হয়ে এই অপ্রস্ফুটিত আনন্দকে প্রেমানন্দে প্রচার করেছিলেন। 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা'—শ্রীরাধা ঠাকুরানী কেবল কৃষ্ণের উপাসনা কিভাবে করেন এবং কিভাবে কৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন তা কৃষ্ণের তো অজানা ছিল, সেই কৃষ্ণের অজানা জিনিসকে আবিষ্কার করেছেন মহাপ্রভু রাধার ভাবকান্তিকে নিয়ে। রাধার ভাব ও কান্তির দ্বারা তিনি জগতের সবাইকে বশীভূত করেছেন। প্রেমের অত্যধিক আতিশয্যবশতঃ তিনি হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে ক্রন্দন করেছেন আর সেই ক্রন্দনের দ্বারা তিনি সকলের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে পরিমার্জিত করেছেন এবং মধুর প্রেমের আনন্দ প্রবাহ বইয়ে দিয়েছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগ ভক্তগণ রূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ—এই ছয় গোঁসাই ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা (রূপ সনাতন) সে ধনটাকে কিভাবে বিতরণ করেছেন? তারা গৌড়ীয় গুরুবর্গের দ্বারা জগতে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন জনে জনে, সাধারণভাবেই করেছেন সেজন্য মহাপ্রভু নাচা গাওয়ার দ্বারা নিজের প্রেম সম্পত্তিটা এইভাবে বিলিয়েছেন। আজ এই ধারাটাকে বেয়ে নিয়ে এসেছেন গৌড়ীয় গুরুবর্গ, গ্রামে গ্রামে, ধামে ধামে একেবারে সাধারন লোককে aware করে জাগিয়ে দেবার জন্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, প্রেমের মাধুর্য্য কত গভীর! রাধাঠাকুরানী কৃষ্ণের মাধুর্য্য একাই পান করেন কিন্তু অন্যকে দেওয়ার কায়দাটা তার জানা ছিল না, সেটা আবিষ্কৃত হলো গৌরের দ্বারা।

''আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেই কোর ॥''

(প্রাচীন মহাজন-কীর্ত্তনাবলী)

সহজ simple line কিন্তু সহজ সরল line হলে কি হবে জগতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অনর্থ নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ ভক্তি রাজ্যের কথা আসেই না। অনর্থ নিবৃত্তি হলে তবে ভজনাঙ্গে প্রবেশ হয়, প্রবেশ হওয়ার পরে high diluted করে প্রেমানন্দ প্রবেশ করে এবং সেই diluted shape প্রীতির পরাকাষ্ঠায় ভাবের পরাকাষ্ঠায় যে প্রেম তা তিনি প্রকাশ করেছেন জগতে। সেইজন্য 'আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর' অর্থাৎ নিজে প্রেমধনে ধনী হয়ে সবাইকে বিতরণ করেছেন। নিজে যদি না আনতে পারতেন বা অসম্ভব বলে মনে করতেন তাহলে জগতের ভাগ্যে এটা বর্ষিত হতো না। মহাপ্রভু সুখদ উপায়ে নাচা গাওয়া হাসা কাঁদার দ্বারা সেই ভাবটাকে প্রকাশিত করেছেন। সেইজন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ধন্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণ ধন্য এবং যাঁরা এই কাজে ব্রত ধারন করে রয়েছেন তারাও ধন্য।

**''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''**❑

আমি কাঁদি কেন

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

আমি ভক্তিপথের এক পথিক। যখন এই পথে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক তার পূর্বে বুঝেছিলাম আনন্দময়ের উপাসনায় সমস্ত প্রকার দুঃখ কাটিয়ে নিত্যসুখ বা পরমসুখে ডুব দিব, জীবনটা ধন্য হবে। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পর দেখছি-ও তাই এবং এই কার্যে সাফল্য পেয়েছি সন্দেহ নাই। ভজনে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধার বৃদ্ধি, আর সেই সঙ্গে ভক্তির অনুভব ক্রমে জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলছে। এই সংসারের গভীর ত্রিতাপ যেন বহু দূরে অবস্থান করছে। পথিক হিসাবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ অবলম্বন করে আমি আজ শান্ত এবং ধন্য। অন্যদের তুলনায় নিজেকে সর্বাধিক সুখী বলে মনে করি। কিন্তু এত সবের মধ্যে আজও আমি কাঁদি, প্রায়ই আমার ক্রন্দন আসে। এ বড় অবাস্তব কথা। আমি নিজেও জানি না এ কান্নার কারণ কি এবং এর শেষ কোথায়?

জগৎজীবের ক্রন্দন পুত্র-কলত্র নিয়ে, অভাব অনটন নিয়ে অথবা আশা-তৃষ্ণার অতৃপ্তি নিয়ে। ভালবাসার টানে, প্রিয়জনের বিয়োগে কি হাউ হাউ করে ক্রন্দন চতুর্দিকে চলতে থাকে এই সংসারে। আবার অল্পক্ষণ পরেই হাসি ফিরে আসে। মায়াদেবীর কৌশলের মধ্যে পড়ে অনিত্য এই হাসি-কান্নায় লক্ষ লক্ষ জীব মোহিত। আমি সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যে আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করেছি তা দেখে নিজের জীবনকে কতখানি ধন্য বলে মনে হয় তার কোন পরিমাপ নেই। মনে হয় আমার থেকে ভাগ্যবান জীব কোটিতে হয়ত এক-আধটা পাওয়া যাবে। এতটা পথ অতিক্রম করে আজকে যে আনন্দময় রাজ্যের আভাস বা জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি এ পরম পিতার করুণা, শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ। আমি মনে করি এটাই ভাগ্যের পরসীমা। তথাপি ভিতর থেকে গভীর দুঃখ প্রসূত অশ্রু মধ্যে মধ্যেই বেরোতে থাকে। ভগবৎ সেবার অজস্র আনন্দও সেটিকে ঢাকতে সমর্থ হয় না। কি আশ্চর্য এই কান্না।

আমি জানি আনন্দাশ্রু বলে একটা জিনিষ আছে। কিন্তু সেটি Rare, জীবনে এক আধবার হয়তো অনুভব করেছি। আর আজকের প্রেক্ষাপটে বারবার যে অশ্রু সেটি যেন অদ্ভুত। সাংসারিক দুঃখের সঙ্গে এর আদৌ মিল নাই। আবার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বা কৃষ্ণবিরহজনিত ক্রন্দনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নাই। মধ্যবর্তী পর্যায়ের এই ক্রন্দন প্রায়ই আসে, কখন কম, কখন বেশী। পরক্ষণেই সেবার আনন্দে ডুবে যায় আমার মন। ভুলিয়ে দেয় ঐ দুঃখ বা ক্রন্দনের ব্যাথা। অত্যন্ত ক্ষণিক অথচ নিত্য সঙ্গী স্বরূপ ঐ ক্রন্দনের কারণ বুঝে পাই না। এর পরিণাম স্বরূপ কোন দুঃখও অনুভব হয় না। বরং অনেক সময় হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তোলে এই ক্রন্দন। ঐ দুঃখ বা ক্রন্দন জীবনপথে বারবার আসে, একে আটকান যায় না। সাধন পথে এ যেন নিত্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে।

যখন সমাজে গিয়ে কোন কঠিন রোগাক্রান্ত কোন মানুষকে দেখি অথবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোন ভক্তের কষ্ট দেখি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা কালে আমার চোখে জল আসে। আবার যখন সেবা করতে গিয়ে নিজশক্তির উপরে ভরসা করি তখন কোনও না কোন বাধা এসে উপস্থিত হয়। অগত্যা গুরুবর্গের নিকট কৃপাভিক্ষা করতে গিয়ে চোখে জল আসে। আবার যখন সেবায় পরপর সাফল্য আসে তখন হৃদয়টা নিজ যোগ্যতার কার্য বলে মিথ্যা অভিমানে ভরে যায়। তখন কোনও না কোন কঠিন দুঃখ জীবন পথে এসে আমাকে কাঁদতে বাধ্য করায়। তখন অজস্র অশ্রু বিসর্জন করে তারপর যেন হৃদয়টা হালকা বোধ হয়। প্রচারে গিয়ে গ্রামে গঞ্জের ভক্তগণ যখন আর্তির সঙ্গে ধূপ, দীপ ও পুষ্প দিয়ে বৈষ্ণব আরতি করে তখন যে সকল বৈষ্ণবের আশীর্বাদে আমার এই লাভ-পূজা আসছে তাঁদের উদ্দেশ্যে ঐ আরতি অর্পণ করতে গিয়েও চোখে জল আসে। আবার কখনও বা প্রতিষ্ঠাশার প্রকোপকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে গুরুবর্গের কৃপা স্মরণে চোখে জল আসে। কখন কখন ভজনে তীব্রতার অভাব, অগ্রগতির স্বল্পতা অথবা নৈরাশ্য আমার হৃদয়ে আর্তি-দৈন্য এনে দেয়। সেই সময় গুরুবর্গের কৃপা ভিক্ষা কালেও চোখে জল আসে। ঐ জলকে বাধা দিয়েও আটকানো যায় না।

সর্বশেষে বলি হঠাৎ কোন বিরাট বিপত্তি এসে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাকে। যেন চক্রব্যূহের ভিতরে মহাভারতের অসহায় অর্জুন পুত্র অভিমন্যু। ঐ বিপদ থেকে উর্ত্তীর্ণ হবার কোন উপায় দেখছি না। সঙ্গের সাথী বৈষ্ণবগণ

বা কোনও অতি আপন জনও ভিতরের দুঃখের পরিমাণ টের পাচ্ছেন না। অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব সব বুঝে শুনেও কৃপা বিতরণে দেরী করছেন। তাঁর ঐ দেরী ও বৈষ্ণবগণের নির্লিপ্ততা দেখে সংসারী জীবের মত কখন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠি। সকলের অলক্ষ্যে এই ক্রন্দনধ্বনি ভগবানের কাছে যেন পৌঁছাতেও দেরী করে। এই দেরীর পিছনে গূঢ় কারণ আছে বলে মনে হয়। দ্রৌপদীর বেলাও এরূপ দেরী করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই হৃদয় আবার শীতল হয়ে যায়। অনুভব করি উপর থেকে কারও দৃষ্টিপাতে বিপদের ঘন মেঘ সরে গেল। হৃদয় আকাশটি নির্মল ও পরিষ্কার হল, আমি সুস্থ হলাম।

ক্রমে সুস্থ চিত্তে বিচার করে দেখলাম এই ক্রন্দন উৎপত্তির কারণ কি? কারণ ছাড়া'ত কোন কার্য হয় না। ঐ ক্রন্দনের পিছনে গুরুবর্গ অথবা ভগবানের হাত রয়েছে। মহৎ কোন উদ্দেশ্যে তাঁদের এই কাজ। নতুবা সাধকের কঠিন রোগ সারানো যাবে না তাই সাধককে কঠিন দুঃখ বা বিপদের মধ্যে ফেলে দেন। অসহ্য জ্বালায় সাধক ছট্‌ফট্ করতে থাকে। এ যেন খাদ মিশ্রিত সোনার টুকরোকে আগুনে ফেলে দেওয়ার মত। জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে শুদ্ধ করার উদ্দেশ্য মাত্র। অনুসন্ধানে দেখতে পাই যাঁদের চরণে শরণাগত হলাম এ তো তাঁদেরই কাজ। আমি পুড়ি আর তাঁরা হাসেন। বা! সুন্দর এই লীলা। ভজন করানো এবং সাধককে এক একটি ধাপ এগোনের এ এক সুন্দর ভঙ্গি। এই লীলার মধ্যে কি আনন্দ, কি আনন্দ। তখন মনে পড়ে কুন্তীদেবীর কথা, মনে পড়ে প্রহ্লাদ মহারাজের কথা। বুঝতে পারি কেন তাঁরা ভক্তিপথের অজস্র বাধা-বিপত্তিকে Apreciate. করেছিলেন। এই ভক্তিরাজ্যে কার্য, কারণ ও তার ফল—এদের মধ্যে কি অদ্ভুত মিল দেখে বিস্মৃত হতে হয়।

এখন আর প্রশ্ন জাগে না ''আমি কাঁদি কেন''? কিন্তু অপর প্রশ্ন ''এই কান্নার শেষ কোথায়?'' মনে ভাবি এই ক্রন্দন অবাস্তব নয়। সংসারের সকলেই ত কাঁদে। তাঁদের কান্না মায়া কান্না এবং অনিত্য কান্না। কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে এই ক্রন্দন সর্বক্ষণ। সাধনের শেষ পর্যন্ত এই কান্না। পরবর্তী পর্যায়ে এটি বিরহ ভাবময় কান্না অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ প্রেম। সেই প্রেম নিত্য এবং সুন্দর। ভেবে দেখলাম ভক্তি জগৎটা ক্রন্দনময়। এখানে আমাদের ভক্তরা কাঁদে, আমাদের শ্রীগুরুদেব কাঁদেন, আমাদের প্রভু শ্রীগৌরহরিও কেঁদেছেন। যাঁদের জন্য বা যাঁদের ভাব নিয়ে তিনি কেঁদেছেন তারাও কাঁদে অর্থাৎ বিরহিনী শ্রীমতি রাধারানীর ক্রন্দন যে ক্রন্দনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে মানসরোবরের সৃষ্টি হয়েছিলো। সে তুলনায় আমার ক্রন্দন কতটুকু। মনে হয় আমাকে আরও কাঁদতে হবে। সেবায় পরসীমায় গিয়েও কাঁদতে হবে। ভগবৎ কৃপার পরাকাষ্টায় গিয়ে কাঁদতে হবে। তখনই সম্ভব হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজে কেঁদেছেন আর তাঁর পার্ষদগণও কেঁদেছেন। ঐ ক্রন্দনের লাভ বুঝে তাঁরা খাতা-কলমে আমাদের শিখিয়ে গেছেন। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ থেকে শুরু করে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদি মহাজন সকলে একই কথা লিখে গেছেন। নিত্য আনন্দের সন্ধান পেতে সাধককে সর্বদা কাঁদতে হবে। এটাই সাধনের পথ। হয়তো ঐসব কথাগুলো পূর্বে খেয়াল করি নাই। আজ একটু একটু করে অনুভব করছি।শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ ভাষায়—

''এষ পাপী রুদন্মুচ্চৈয়াদায় রুদনৈস্তৃণম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্ ॥''

(কার্পণ্যপঞ্জিকা—১৯)

তাঁর শিক্ষার চরম কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তি সাধকের সাধনের শেষ অঙ্গস্বরূপ এই ক্রন্দন। ❑

আটদিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ধর্মসভার সারাংশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

১৬-০২-২০১৭ বিকাল ৩-০০ টা থেকে জয়বন্দনা এবং সংকীর্ত্তন হয়। ৪-০০ থেকে জাতীয় আলোচনা সভা বসে, বিষয়-আধুনিক **সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা,** অংশগ্রহণে স্বামী জপসিদ্ধানন্দ বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, ডঃ ভাস্কর নাথ ভট্টাচার্য্য; ডিরেক্টর স্কুল অফ বৈদিক স্টাডিস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীসেবাব্রত ঘোষ দস্তিদার-অতিথি অধ্যাপক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ; শ্রীতুষার রঞ্জন ভৌমিক; সহকারী অধ্যাপক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ; শ্রীঋতব্রত ভট্টাচার্য; সাংবাদিক ও চিত্র পরিচালক; ডঃ রুমা বন্দোপাধ্যায় সহকারী অধ্যাপিকা বাসন্তীদেবী কলেজ ফর গার্লস; শ্রীমতী পিয়ালী পালিত,

ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বামী জপসিদ্ধানন্দ মহারাজ।

সভার প্রথম বক্তা ডঃ ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন— শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগের জন্য যে 'নাম' দিয়েছিলেন তা এই কলুষতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে সমর্থ।

শ্রীঋতব্রত ভট্টাচার্য্য বলেন—''জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে আমরা **শিক্ষায় ও সমাজে পরিশুদ্ধি** আনতে পারি। Sense of sublime culture এর দরকার **পরিশুদ্ধির** জন্য।''

শ্রীসেবাব্রত ঘোষ দস্তিদার বলেন—''বিবেক বিবেচনার দ্বারাই পরিশুদ্ধি হতে পারে।

ডঃ সোমা বসু বলেন—''কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং প্রেম বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে শুদ্ধ ভক্তিপথ অবলম্বন করলে জীব সর্বপ্রকারে সুখী হতে পারে।

শ্রীতুষার রঞ্জন ভৌমিক বলেন—আমরা নিজেদের আস্থা হারিয়ে ফেলছি। From self নিজে থেকে নিজের শুদ্ধি করতে হবে। তবে শুদ্ধি যারা সত্যই লাভ করতে চান তাদের ভব রোগের হাসপাতাল গৌড়ীয় মঠে আসতে হবে। এখানে সদবৈদ্যগণ আছেন এবং প্রকৃত ঔষধ পাওয়া সম্ভব।

ডঃ রুমা বন্দোপাধ্যায় ইংরাজীতে যথাযথ ভাষণ প্রদান করেন।

অধ্যাপিকা পিয়ালি পালিত বলেন—''আমাদের মনুষ্যত্ব শিক্ষাজীবনে ব্যাহত হচ্ছে। হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে চললে এই অশান্তির শুদ্ধিকরন সম্ভব। প্রত্যেককে হরিনামের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামীর জপসিদ্ধানন্দ মহারাজ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের জীবনে শিষ্যদের যে শিক্ষা দিয়েছেন জীবন বাণীতে যা যা বলেছেন তা আমাদের করতে হবে পরিশুদ্ধির জন্য। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত, শিক্ষাষ্টক, শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক শ্লোক উদ্ধৃত করে আধুনিক সমাজ, আধুনিক শিক্ষার ওপর সামাজিক প্রভাব এর সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর তুলনামুলক শিক্ষা এবং পরিশুদ্ধির আশু উপায় এর উপর আলোকপাত করেন।

অন্তে বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সাধু ব্রহ্মচারীগণের মিলিত কণ্ঠে প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলী শ্রী ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ হতে কীর্ত্তনান্তে আলোচনা বিশ্রাম লাভ করে।

রাত ৮টা থেকে চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং স্বনামধন্য শ্রীহরেকৃষ্ণ হালদার তার গোষ্ঠী সহ মৃদঙ্গ বাদ্য পরিবেশন করেন।

১৭-০২-২০১৭ বিকাল ৩টা থেকে জয় বন্দনা এবং সংকীর্ত্তন শুরু হয়। ৪টা থেকে জাতীয় আলোচনা সভার আসর শুরু হয়। **বিষয় 'আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা'** আলোচকগণের মধ্য ছিলেন গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠের পরিচালক অধ্যাপক ডঃ শ্রীকানন-বিহারী গোস্বামী, বরানগর নোয়াপাড়ার মহনির্বানী আখড়ার মহামন্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দ গিরি মহারাজ, বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ শ্রী শঙ্কর ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রী বারিদবরণ ঘোষ, স্কুল অফ বৈদিক স্টাডিজ এর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীনরনারায়ন বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, সীতারাম দাস ওঁকারনাথ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শশীভূষন মিশ্র এবং Special member guest শ্রীমতী উমা বন্দোপাধ্যায়।

ডঃ শশীভূষণ মিশ্র মহাশয় বলেন—ভারতীয় সংস্কৃতি যে প্রবাহ ধরে স্বচ্ছ সলিলা মন্দাকিনী প্রবাহিত হচ্ছে তার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে দিগভ্রান্ত ভজনের জন্য অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্য।

বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয় বলেন— শ্রীচৈতন্যদেব দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু তাঁর বানীর মধ্যে যে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারলে আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

উমা বন্দোপাধ্যায় বলেন—''অসৎ পথে চললে হবে না। সমাজ শিক্ষায় পরিশুদ্ধির জন্য শ্রীচৈতন্য দেবের স্মরণ নিতে হবে।

অধ্যাপিকা মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—সমাজ শিক্ষা, পরিশুদ্ধির জন্য শ্রীচৈতন্যদেব যে পথ দেখিয়ে গেছেন তার বিকল্প নেই। **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারাজীবন শিক্ষনীয়।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথে আমরা শুদ্ধি অর্জন করতে পারি।

অধ্যাপক নবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় বলেন—শিক্ষার সঙ্গে থাকা উচিৎ ভদ্রতা। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধারা থেকে ভদ্রতা এবং তার সঙ্গে ভক্তি যুক্ত করতে হবে। গুরুর সব কথা শুনতে হবে। কীর্ত্তন করতে হবে, তাঁর প্রতি নত হতে হবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রী বারিদবরণ ঘোষ বলেন—আধুনি সমাজ ও শিক্ষাতে 'mass education' প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে বলেছেন। ভগবানের কথা 'মহামন্ত্র' বিলিয়েছেন। কৃষ্ণ শিক্ষার কথা বলেছেন।

'প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'

মহামন্ডলের স্বামী পরমাত্মা গিরি মহারাজ বলেন—কৃষ্ণ প্রেমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। Education is the manifestation of Perfection of man. Religion helps to know thyself। নিজেকে জানতে হবে আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন সর্বাধিক। নামকে আশ্রয় করে দেশ জাতি যদি এগিয়ে চলে তবে শুদ্ধিকরণ হবে। নাহলে একটা 'Big Zero' হয়ে যাবে। ভগবানের নাম শূন্যের মত। এই শূন্যের আগে '১' বসালে পূর্ণতা লাভ করবে। এই '১' টাই কৃষ্ণ নাম, হরিনাম, রামকৃষ্ণ নাম।

গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইনষ্টিটউটের পরিচালক **অধ্যাপক ডঃ কানন বিহারী গোস্বামী** গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠের কার্য্যক্রম এর প্রয়োজনীয়তা এবং তথাকার শিক্ষাধারার আনুপূর্বিক বিবরণ দেন।

গৌড়ীয় মিশনের **সেবাসচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ** অতিথিদের মিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন—''এই সভায় যে সকল কথা তুলে ধরা হয়েছে তাতে নিত্য নতুন আলোক পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ একদিন বুঝতে পারবে শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত সমাজ হয় না শিক্ষা হয় না মানব জীবনে প্রেমের স্পর্শ হয় না। ভবিষ্যতে মানুষ চৈতন্য দেবের কথা বলতে বাধ্য হবেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৫ সালে পরাবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠ মিশন শতবর্ষ পূর্ত্তির অনুষ্ঠান শীঘ্রই করতে চলেছে। গৌড়ীয় মিশন বিশ্বাস রাখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথই মানুষের পরিশুদ্ধির একমাত্র পথ।''

অন্তে মহামন্ত্রে ধর্মসভা বিশ্রাম লাভ করে। রাত ৮টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীতাপস দেবনাথের পরিচালনায় কত্থক নৃত্য এবং গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মিলিত কণ্ঠে বাউল গান সকলকে আনন্দ প্রদান করে। অতঃপর মহাপ্রসাদ দানে সকলে তৃপ্ত হন।

১৮-০২-২০১৭ বিকাল ৩টা থেকে ৪টা জয় বন্দনা এবং পরিবেশন করেন মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীবৃন্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। ভক্তি আলোচনায় নিমন্ত্রিত অতিথিগণ যথাক্রমে শ্রীরাধামোহন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তি রক্ষক ত্রিবিক্রম মহারাজ; নবদ্বীপ কোলদ্বীপ গৌড়ীয় সেবাশ্রমের ভক্তিবান্ধব নরসিংহ মহারাজ; মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশনের আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ; সারস্বত গৌড়ীয় আসন এবং মিশনের মঠাধ্যক্ষ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রণব মুনি মহারাজ, বঙ্গীয় ভাগবত সমাজের শ্রীমৎ বিনোদ কিশোর গোস্বামী, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ গোদ্রুমের সহঃ মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ; প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য এবং হরিচরণ দাসবাবাজী পাটবাড়ী (বরানগর)।

অতিথিগণের আলোচনার বিষয় **মহাপ্রভুর প্রেম ও ধর্মে পরিশুদ্ধি।**

ভক্তিবান্ধব শ্রীপাদ নরসিংহ মহারাজ বলেন—''শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের দ্বারা জীবকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বেছে বেছে প্রেম দান করেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু অযাচিত ভাবে প্রেম দান করেছেন। তিনি এসেছেন জীবকে করুণা করবার জন্য।''

ভদ্রক রাধামোহন গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ বলেন—যে পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন তার থেকে কোন উপকার আসবে না। সাধু সব সময় সৎ চিন্তা করে। ব্রজ গোপীদের যে ভক্তি রায় রামানন্দের মাধ্যমে জগৎকে শ্রীমহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন এক হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে।

বেঙ্গল প্রভাত খবর পত্রিকার Editor শ্রীতারকেশ্বর মিশ্র বলেন—দেশে বিদেশে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মূল মন্ত্র সমাজে প্রেম ও ধর্মে পরিশুদ্ধতা আনবে।''

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য চরণে প্রণাম জানিয়ে বলেন—শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রেম ভালবাসার প্রতিভূ। তাঁর অমোঘ শক্তি ভালবাসার দ্বারা জীবের হৃদয় জয় করেছিলেন। মনকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, দৃষ্টি শুদ্ধি করা দরকার। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেব আজও প্রাসঙ্গিক।

মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের শ্রীপাদ ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বদান্যতা চিত্তশুদ্ধি না হলে বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীমহাপ্রভুই এই ''চেতোদর্পন'' মার্জনম্ ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম্ শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকের মধ্যেই চিত্তশুদ্ধির পথ রয়েছে।

পুরী সারস্বত গৌড়ীয় আসন এবং মিশনের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রণত মুনি মহারাজ বলেন—শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, তাঁর একমাত্র পথ 'নাম' সংকীর্ত্তন। তিনি ভক্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছেন একমাত্র নামের মাধ্যমে আমরা পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারি।''

বঙ্গীয় ভাগবত সমাজের সভাপতি শ্রীমৎ বিনোদ কিশোর গোস্বামী বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম প্রেমের মালা গেঁথে সংসারে পরিয়ে দিতে বলেছেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ গোদ্রুমের সহ অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ বলেন—জগতে আজ পর্য্যন্ত যত সমাজসেবী সংস্থা আছে। বিজ্ঞানী আর লেখক আছেন, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আছেন সমাজগত জীবগন আছে তারা শুদ্ধতা দান করতে অপারগ।

এই সংসারে শুদ্ধ মানব তৈরী করার কোন Machine নেই, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই machine দিয়ে গেছেন। একমাত্র কৃষ্ণনাম হরিনাম কৃষ্ণ আশ্রয় হৃদয়ের কালিমা নাশ করে দেয়। **অন্তে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন**—যে কথা মানুষ শুনতে ভালোবাসে গৌড়ীয় মঠের কথা একটু অন্য ধরনের। তিনি চৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

''ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি করো তার উপকার ॥

এই পরোপকারের দুটি অর্থ ও একটি অন্যের উপকার অপরটি শ্রেষ্ঠ উপকার। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ দ্বিতীয় উপকারের কথা বলেছেন। শ্রেষ্ঠ উপকার হরি সেবা হরি নামগুণ কীর্ত্তন যা আমাদের পরকালেরও সঙ্গী। জীবের মৃত্যুর পরও এই হরিনামকে সম্বল করে তার শ্মশান যাত্রা হয়। গৌড়ীয় মঠ যা বলে তা soul related.

অন্তে মহামন্ত্র উচ্চারনে ধর্মসভা বিশ্রাম লাভ করে। রাত ৮ টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বীনাপানি সমিতি হাওড়া কর্ত্তৃক ''কবি জয়দেব'' নাটক অভিনীত হয়।

১৯-০২-২০১৭ বিকাল ৩টা থেকে জয়বন্দনা এবং সংকীর্ত্তন বৈষ্ণব সাধু-ব্রহ্মচারী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলেখ্যে পুষ্পাঞ্জলি এবং প্রদীপ প্রজ্জালন করে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলোকিত করেন নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বলোকানন্দ, হাতিবাগান রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দ, ভবাপাগলা সঙ্গীত মহাসম্মেলনের আহ্বায়ক ডঃ গোপাল ক্ষেত্রী, গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সত্যবতী গিরি এবং মায়াপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ বোধায়ন মহারাজ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সত্যবতী গিরি। সভায় প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন রামকৃষ্ণ ভাব ধারার প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী **পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন**—ভারতবর্ষ পুণ্যধাম যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে। পার্ষদদের প্রেরণ করলেন দিকে দিকে নামকে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের অপর সন্ন্যাসী স্বামী সর্বলোকানন্দজী বলেন—দেহের মলিনতা পরিষ্কার করার জন্য আমরা অনেকে অনেক দ্রব্য ব্যবহার করি কিন্তু মনের এবং হৃদয়ের মলিনতা আবিলতা দূর হয় একমাত্র প্রভুর নামে যে নাম শ্রী চৈতন্যদেব ঘরে ঘরে বিতরণ করেছেন তা দিয়ে। তিনি বলেন, **স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—**''প্রভুর নাম ব্যাকুলতার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে করতে পারলে প্রেম বর্দ্ধিত হবে। ঘষতে ঘষতে চন্দনের সুগন্ধ বেরোয় তেমনি নাম করতে করতে নামের মহিমা উপলব্ধি হয়।''

ভবাপাগলা মহাসম্মেলনের **শ্রীগোপাল ক্ষেত্রী মহাশয় বলেন—**মহাপুরুষগণ যুগে যুগে আসেন মানুষের মধ্যে ভগবৎ সুপ্ত চেতনা জাগ্রত করার জন্য। নাম গান শ্রেষ্ঠ সাধন। ফুল চন্দন লাগে না। এতে ভগবান না এসে পারেন না।

অতঃপর ভক্তি বিভূত বোধায়ন মহারাজ বলে—যত অবতার আছেন তাদের সূত্র কৃষ্ণে।

মহান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে আছে শরণাগতি, তার প্রথম কীর্ত্তন—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥
অত্যন্ত দুর্লভ করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভক্তের প্রাণ ॥"

শরণাগতি শিক্ষা দিলেন আচরণ করে। চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তিনি ভক্ত রূপ নিয়েছিলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কাছে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিনি আমাদের সাধনাকে সহজ সরল করে দিয়েছেন। তিনি কেবল হরিনাম করতে বলেছেন।

গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাসঙ্গিকতা এবং অবদান সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন— পারিবারিক জীবনের অবনতি মাৎসর্য্য হিংসাদি রক্তের ধারা সময়ে সময়ে প্রবাহিত করবার যে সমাজ তৈরী হচ্ছে সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এগুলোর মধ্যে বিবাদ রয়েছে। সমস্ত বিবাদের অন্ত এনে দিয়েছিলেন সমাধান এনে দিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষায় পাই একটা পিঁপড়াকেও পদদলিত করা যায় না। আজকের movement রক্তরক্তির movement তাই যুব সমাজের মধ্যে চৈতন্য চেতনা আনতে হবে।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সত্যবতী গিরি বাংলা তিনি বলেন শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। তাঁর কথা চন্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ। শিখিয়েছেন তৃণাদাপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অতঃপর মহামন্ত্র উচ্চারনে ধর্ম্মালোচনা সমাপ্তি হয়।

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তারিখে যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তার সফল প্রতিযোগীদের আজকের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হরেকৃষ্ণ হালদার মহাশয় যুগলবন্দি মৃদঙ্গ পরিবেশন করেন। গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দ্বারা পরিবেশিত মহামন্ত্র নৃত্য কীর্ত্তনের মাধ্যমে সভা পরিসমাপ্ত হয়। সকল ভক্তবৃন্দদের মহাপ্রসাদ বিতরন করা হয়। ❑

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণী

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

শ্রীশ্রী গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা প্রসাদে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগৌরসুন্দরের ৫৩১ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিতে শ্রীগোদ্রুমধামস্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বৈকাল ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়বন্দনান্তে মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদারতার কথা কীর্তন করেন। তারপর শ্রীপাদ ভক্তি সুধীর সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁর বিস্তৃত ভাষণে মিশনের সম্বৎসর কালের কার্যাবলীর একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি মিশনের প্রবীণ বৈষ্ণবগণের সেবার প্রশংসা পূর্বক শ্রীধাম প্রচার কার্যের পাঁচটি পার্টির সদস্য-গণের, উৎসবে অংশগ্রহণকারী ও সেবার সাহায্যকারী ভক্তগণের ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। তিনি মিশনের কার্যাবলীর নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করে শোনান।

নির্যাণ

তিনি গত বৎসর শ্রীগৌরজয়ন্তীর পর থেকে মিশনের যে সকল প্রবীণ বৈষ্ণব, মঠবাসী ও গৃহস্থ অপ্রকট হয়েছেন তাদের নাম প্রকাশ করেন।

১। গত ১২ই এপ্রিল, ২০১৬ মঠবাসী প্রবীণ বৈষ্ণব তথা শ্রীল গুরুমহারাজ ও শ্রীল আচার্যপাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ হলধর প্রভু কুরুক্ষেত্র মঠে অপ্রকট লীলা করেন।

২। গত ২৫ শে মে, ২০১৬ কটক বনগলী সাহী নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীযোগেন্দ্র দাস প্রভু অপ্রকট লীলা করেন।

৩। গত ১১ ই আগষ্ট, ২০১৬ শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্য

খুরদা নিবাসী শ্রীবনবাসিনী কানুনগা অপ্রকট লীলা করেন।
৪। গত ১৮ ই নভেম্বর, ২০১৬ কেন্দ্রপাড়া নিবাসী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য ডঃ ফকির দাস অপ্রকট লীলা করেন।
৫। গত ২৫ শে নভেম্বর, ২০১৬ রাঁচী করিয়াডিহ নিবাসী শ্রীল আচার্যপাদের শিষ্য শ্রীধনঞ্জয় দাস অপ্রকট লীলা করেন।
৬। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ বালেশ্বর কানপুর নিবাসী শ্রীল গুরু মহারাজের শিষ্যা শ্রীমতি হিরামণি দাসী অপ্রকট লীলা করেন।
৭। গত ৯ই মার্চ, ২০১৭ মঠবাসী তথা শ্রীল গুরুমহারাজের প্রিয় সেবক শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী গোদ্রুমধামে অপ্রকট লীলা করেন।

নির্মাণ কার্য ঃ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে। গত ১০ ই জুলাই, ২০১৬ রেমুনাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে নবমন্দিরে শ্রীরাধারমন বিপিন বিহারী ও শ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রাজী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

সমাজসেবামূলক কার্য ঃ

সমাজেসেবামুলক কার্যের মধ্যে এ বছরে যে যে স্থানে মেডিকেল ক্যাম্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রসাদবিতরণাদি কার্য হয়েছে তার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।
১। ১০ ই এপ্রিল, ২০১৬ চন্দননগরস্থিত লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে শ্রীমোহনলাল আগরওয়ালজীর মন্দিরে ৭৫ জন রোগীর সুচিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবস দিল্লী হাউজখাসস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রায় ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
২। গত ২১ শে জুন, ২০১৬ পশ্চিম মেদিনীপুর স্থিত জামনায় মিশন কর্তৃক নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ১৫০ জন রোগী সুচিকিৎসা করা হয়।
৩। গত ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ দঃ ২৪ পরগণায় উস্তি থানাস্থিত শিরাকোল গ্রামে ভাণ্ডারীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আবালবৃদ্ধবনিতা সহ প্রায় ৮০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়।
৪। গত ৯ই অক্টোবর, ২০১৬ গোদ্রুম ধামে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে প্রায় ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
৫। ৬ই নভেম্বর, ২০১৬ হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়াস্থিত করাতবেড়িয়া রাজাপুর প্রতিবাদী সংঘে আবালবৃদ্ধবনিতা সহ প্রায় ১৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
৬। গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পশ্চিম মেদিনীপুর স্থিত নরঙ্গদিঘী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রায় ১৭১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
৭। গত ২২ শে জানুয়ারী, ২০১৭ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কৃষ্ণনগর গ্রামে কৃষ্ণনগর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে প্রায় ১৯৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
৮। গত ৫ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ দঃ ২৪ পরগণায় ধপধপি গ্রামস্থিত ধপধপি ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে ১৭০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

শিক্ষামূলক কার্য

১। এবছর শিক্ষামুলক কার্যের মধ্যে ২৩ শে জুন থেকে ২৮ জুন, ২০১৬ কটক সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত বাণী শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে পারমার্থিক ক্লাস আয়োজিত হয়।
২। গত ২০ শে জুন থেকে ২২ শে জুন, ২০১৬ পশ্চিম-মেদিনীপুর স্থিত জামনায় বিরাট ভাগবত ধর্মসভা ও বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
৩। গত ৮ই জুলাই থেকে ১০ ই জুলাই, ২০১৬ বালেশ্বর জেলায় রেমুণাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে তিনদিন ব্যাপী শ্রীভাগবত ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৪। শ্রীশারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে গোদ্রুমস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গত ৭ই অক্টোবর হতে ১২ অক্টোবর, ২০১৬ সেবাসচিব মহোদয় মাধুর্যকাদম্বিনী ক্লাস করান।
৫।১৮ ই সেপ্টেম্বর, রবিবার বিহারের রাজধানী পাটনা মিঠাপুরস্থিত বীরচন্দ্র প্যাটেল পথস্থিত রবীন্দ্র ভবনে বিহারের রাজ্যপাল শ্রীরামনাথ কোবিদ উপস্থিতিতে ''শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভুর শিক্ষা ও অবদান'' সম্বন্ধে সনাতন ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।
৬। ঊর্জ্জাব্রতকালে গত ২৪ শে অক্টোবর হতে ২৮ শে অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত রাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে সেবাসচিব মহোদয় ''শরণাগতি'' ক্লাস আলোচনা করেন।
৭। গত ১৫-১৬ ই নভেম্বর, ২০১৬ এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে দ্বি-দিবসীয় ধর্ম সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৮। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ''গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইনস্টিটিউট''-এ গত ১ লা ডিসেম্বর

হতে ২২ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ২২ দিন ব্যাপী Basic Level National Workshop On Manuscriptology & Palaeography সম্বন্ধে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়।

৯। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটে গত ১৮ ই ডিসেম্বর ও ৩১ শে ডিসেম্বর যথাক্রমে সংস্কৃত ও মৃদঙ্গ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

১০। গত ১২ ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ পর্যন্ত গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে শ্রীগৌরজন্মোৎসব পালিত হয়।

প্রচার কার্য

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাখামঠ সমূহে হরিনাম দীক্ষা ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

১। বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দ্বারা গঠিত পাঁচটি প্রচার পার্টি গত ডিসেম্বর মাস হতে বাংলা, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম আদি স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করেন।

২। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ৯ই ডিসেম্বর হতে ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী তথা শিক্ষাষ্টক আলোচনা ও ধর্মসভার প্রচার করেন।

৩। গত ৮ ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৩ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ আসাম প্রদেশে শ্রীল গোস্বামীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

প্রকাশন

এ বছর গৌড়ীয় মিশন বুক ডিপার্টমেণ্ট হতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

১। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক (বাংলা)
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ (বাংলা)
৩। গৌড়ীয় দর্শন (বাংলা)
৪। উদ্ধব সন্দেশ ও ভ্রমর গীতা (বাংলা)
৫। জৈবধর্ম (বাংলা)
৬। চিত্রে শ্রীল প্রভুপাদ (বাংলা)
৭। উপদেশামৃত (বাংলা)
৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (বাংলা)
৯। ভক্তিরত্নাকর (বাংলা)
১০। কীর্তন মালিকা (প্রথম খণ্ড)
১১। শ্রীতুলসী ও তিলক মাহাত্ম্য (বাংলা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা)
১৩। বিশ্বশান্তি লাভের উপায় (বাংলা)
১৪। উপাখ্যানে উপদেশ (প্রথম খণ্ড, হিন্দী)। ❑

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, সহসেবাসচিব কলকাতা

কলিযুগে পাবনাবতারী শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের ভুবন মঙ্গলময় আবির্ভাব তিথি প্রাক্কালে, গৌরসুন্দর ও তৎপার্ষদ-গণের লীলাস্থলী দর্শন উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করে গত ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ, ২০১৭) মঙ্গলবার হতে ২৭শে ফাল্গুন (১১ই মাচ, ২০১৭) শনিবার পর্যন্ত নবধাভক্তির পীঠ স্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিসংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমার আয়োজন করা হয়।

ইতঃ পূর্বে গত ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত গৌরকথাসপ্তাহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও গৌরাঙ্গস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রম্ পরিবেশন করেন মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার, গৌরকথা সপ্তাহের সমাপ্তি ও শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার মঙ্গল অধিবাস দিবস। যথারীতি ভোর ৩.০০ টা থেকে বৈষ্ণবগণ নাট্যমন্দিরে প্রভাতী কীর্ত্তন শুরু করেন। ৪.৩০টা থেকে গুরুবর্গের মঙ্গল আরতী শুরু হয়, ক্রমে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গল আরতী অন্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয় মহা সমারোহে। এরপর বর্তমান আচার্য্যের আরতী অন্তে তাঁর নির্দেশে বৈঠকী কীর্ত্তন হওয়ার কথা। কিন্তু এদিন আমাদের চরম দুর্ভাগ্যেরই ফলস্বরূপ আমরা কয়েকটা দিন শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গ থেকে

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ

বঞ্চিত হলাম। যদিও মহাজনগন যা কিছু করেন সবই জগৎ উদ্ধার লীলারই কিছু পরিপোষক, রোগ-শোক-মৃতি-ভয় তাঁদের চিন্ময় শরীরকে স্পর্শ করতে পারে না। তথাপি জগতে আবির্ভূত হওয়ার কারণে জগতের কিছু নিয়মকে স্বীকার করে বহিঃ দৃষ্টিতে নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্বকে গোপন করার জন্য অসুস্থ লীলাদি করে থাকেন। সেইভাবে এদিন শ্রীল গুরুদেব সকালে হঠাৎ একটু অসুস্থ লীলা করেন এবং তাঁর সর্বাঙ্গীন সুস্থতার কারনে অধিকারী বৈষ্ণবগণ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই আনন্দমুখর মুহূর্তে শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ অনুপস্থিতি শিষ্য হৃদয়কে ব্যথিত করলেও তাঁর কৃপাশক্তি সর্বত্র সঞ্চারিত হওয়ায় ওনার নির্দেশিত পন্থায় দিনের অন্যান্য ভক্তাঙ্গ গুলি বৈষ্ণব সঙ্গে পরিচালিত হতে থাকে।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ, ২০১৭) মঙ্গলবার, আজ পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ শিরোধারণ করতঃ মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় সহকীর্ত্তন মন্ডলী তিনটি পার্টিতে ভাগ হয়। প্রথম পার্টির দায়িত্বে ছিলেন—শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতি মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীগণ।

২) দ্বিতীয় পার্টির দায়িত্বে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ, শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী, ৩) তৃতীয় পার্টির দায়িত্বে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীভক্ত দাস ব্রহ্মচারী।

মঙ্গল আরতী সংকীর্ত্তনাদি অন্তে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ প্রসাদ অন্তে পরম আরাধ্যতম শ্রীলগোস্বামীপাদের ভজনকুটীর প্রাঙ্গনে সমবেত হন। সেখানে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে এবং তাঁর কৃপাশীর্বাদ শিরোধার্য্য করে তুমুল হরিসংকীর্ত্তন যোগে পরিক্রমা পার্টি রওনা হয় রুদ্রদ্বীপের পথে। রুদ্রদ্বীপের কিছুটা আগে শ্রীমাধাইর ঘাট। ভক্তগণ এখানে দন্ডবৎ প্রণাম করে গঙ্গাজল স্পর্শ করেন। পথিমধ্যে সংক্ষেপে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়।

গৌরকথা পরিবেশনরত শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ

শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রভু কৃপাভিষিক্ত হওয়ার পরে জগাই মাধাই খুব দীনতার সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারন করতে থাকেন। বিশেষ মাধাই নিজেকে অধিক অপরাধী চিন্তাকরে নিরন্তর দগ্ধীভূত হতে থাকে। তখন নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে তিনি এই স্থানে গঙ্গার ঘাট মার্জনাদি সেবা করতেন এবং সকলের কাছে ভিক্ষা করতেন। তাই এটি মাধাইর ঘাট নামে পরিচিত।

এরপর ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে গেয়ে ওঠেন

''গঙ্গাতীরে রুদ্রদ্বীপ অতি রম্যস্থান।
রুদ্র ইহা নৃত্য করে গৌর গুণগান।।''

এই কীর্ত্তন ধ্বনি দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করতে

করতে পরিক্রমা পার্টি রুদ্রদ্বীপ পৌঁছান এবং সেখানে নাট্যমন্দিরে উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণকে নন্দিত করেন।

মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ''গঙ্গার পূর্বপাড়ে রুদ্র দ্বীপ অবস্থিত, এর অপর নাম রাধুপুর। কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরমূর্ত্তিতে এই স্থানে আবির্ভূত হবেন এই কথা জানতে পেরে রুদ্রশিব গৌর গুণ গান করে নৃত্য করেছিলেন এবং গৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য্য এখানে এসেছিলেন-কিন্তু এই স্থান শুদ্ধ ভক্তির স্থান বলে তিনি এখানে মায়াবাদ প্রচার করতে পারেন নি।''

এখান থেকে রওনা হয়ে পরিক্রমা পার্টি সীমন্তদ্বীপে শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট তথা শ্রীশচীমাতার পিত্রালয়ে

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় ভক্তবৃন্দ

পৌঁছায়, এই স্থানের নাম বিল্ব পুষ্করিণী বা বেলপুকুর। প্রায় ১৭০০ বছরের পুরাতন শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীশ্রী মদনগোপালজীউ নিত্য বিরাজ করছেন। আরতী কীর্ত্তন ও পরিক্রমা অন্তে শ্রীপাদভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ বিস্তারিত ভাবে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। পূর্বে এই স্থানে ব্রাহ্মণগণ বেলপাতা দিয়ে শিবের আরাধনা করতেন তাই স্থানের নাম বেলপুকুর। পার্বতী দেবী শিবের কাছে গৌরের মহিমা শ্রবণ করে এই স্থানে এসে গৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং এই ধরনীর ধূলি সীমন্তে ধারণ করেছিলেন

গোদ্রুমে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার একটি দৃশ্য

তাই এই স্থানের অপর নাম সীমন্ত দ্বীপ।

পরে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানের মহিমা প্রসঙ্গে বলেন, এটি লক্ষ্মীদেবীর তপস্যা লব্ধ স্থান। লক্ষ্মীদেবী এখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের দর্শন লালসায় তপস্যারত। কিন্তু গোপী আনুগত্য বিনা ব্রজে প্রবেশ লাভ হতে পারে না।

ভগবানের ভক্তের মহিমা প্রসঙ্গে চিত্রকেতু রাজার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, পার্বতী দেবীর কাছে কোনো কারনে অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে চিত্রকেতু রাজা অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেখানেও ভগবৎ স্মৃতিময় জীবনের পরিচয় দিয়ে তিনি ইন্দ্র তথা দেবতাগণকে অভিভূত করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধকালে মৃত্যুর পূর্বে চিত্রকেতু রাজা [বৃত্রাসুর] এই ভাবেই ভগবানের স্তুতি করেছেন।

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥

(ভাঃ ৬/১১/২৬)

অর্থাৎ [হে কমল লোচন! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করে থাকে, রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরকম ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কোন সময় স্তন্য পান করবে সেজন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরকম প্রবাসীপতির দর্শন অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরকম তোমাকে দর্শন করতে ইচ্ছা করছে।] *(ক্রমশঃ)*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

প্রধান কার্য্যালয় ঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৩৩-৬৪১৮
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩/৯৪৩৩৩৬৭৩৭৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পাত্রিরাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৫ই বৈশাখ, শনিবার ইং ২৯শে এপ্রিল, ২০১৭, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ইং ১৯শে মে, ২০১৭ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস (২১ দিন) ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথি পূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য প্রদান করিলে ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
২৪শে মার্চ, ২০১৭

নিবেদক
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

১৫ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল, শনিবার	—	অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা আরম্ভ।
২২শে বৈশাখ, ৬ই মে, শনিবার	—	মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
২৫শে বৈশাখ, ৯ই মে, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস। প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভ জন্ম অভিষেক।
২৬শে বৈশাখ, ১০ই মে, বুধবার	—	মাধবী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিল বিহার মহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধারমণ জয়ন্তী।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব।
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে, শুক্রবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা সমাপ্তি দিবস।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

যথা-বিধি চন্দন লেপন বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাই।

নির্যাণ

গত ০৯-০৩-২০১৭ তারিখ ৭৬ বৎসর বয়সে সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শ্রীল গুরুমহারাজের প্রিয় সেবক শ্রী কঞ্জাক্ষপ্রভু দাস ব্রহ্মচারী মঙ্গল আরতি দর্শন অন্তে গোদ্রুমধামে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীধাম প্রাপ্ত হন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী সন্ন্যাসী মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপ শহর শ্মশানে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী

১৯৪২ সালে ২রা নভেম্বর বহুলাষ্টমী তিথিতে শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তার পিতা ২৪ পরগনা জেলার যোগীন্দ্র-পুরে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম রামকৃষ্ণ দাস এবং মাতার নাম শ্রীমতী কালিকা দেবী। উভয়েই শ্রীল গুরুমহারাজের কৃপা-প্রাপ্ত ছিলেন। কঞ্জাক্ষ প্রভু শিশুকাল থেকেই শ্রীল গুরু-মহারাজের চরণ আশ্রয় করে মঠবাস করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অবসর সময়ে তিনি মঠে ভগবানের নানা সেবাদি করতেন। তিনি বেশ কিছুদিন চিরুলিয়া মঠে ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে ১৯৭৩ সালে তিনি শ্রীল গুরুমহা-রাজের ব্যক্তিগত সেবক পদে নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সঙ্গে শ্রীল গুরুমহারাজের সেবা করতেন। তিনি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রীল গুরুমহারাজকে ঔষধ সেবন করাতেন। শ্রীল গুরুমহারাজ যখন অসুস্থ লীলা করেছিলেন তখন তিনি একাই শ্রীল গুরুদেবকে কোলে করে নাট্যমন্দিরে নিয়ে আসতেন। শ্রীলগুরুমহা-রাজের ইচ্ছায় তিনিই প্রথম নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তন ধরতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। কীর্ত্তনের সময় তিনি চোখ বন্ধ করে কীর্ত্তন করতেন যা শ্রীল গুরুদেব ভীষণ পছন্দ করতেন।

শ্রীলগুরুমহারাজের অপ্রকটের পর মিশনের তরফে তাঁকে পুরী মঠের মঠাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে চাপ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগ ছিলেন। সাধারণ সেবক হয়েই এবং নিষ্ঠাপূর্বক ভগবানের সেবা কাজে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীল গুরুমহারাজ যেমন দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করতেন তিনিও তেমন কোন কার্য্যান্তরে বাইরে গেলে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করতেন। শ্রীলগুরুমহারাজের প্রসাদ পাওয়ার অন্তে তিনি গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সকলকে একটু একটু করে দিতেন। দুপুরে বসে ভক্তদের নানা সেবার প্রসঙ্গ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

শ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রকটের পর তিনি গয়ায় অবস্থান করেন এবং পরবর্তী কালে পুরীতে অবস্থান কালে শ্রী বিগ্রহের বাল্যভোগ, রন্ধন এবং গো সেবা করতেন। তিনি কখনও শ্রীল গুরুদেবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। তিনি প্রসাদ গ্রহণের সাথে কখনও দুগ্ধ পান করতেন না। তিনি ভক্তির সূক্ষ্ম বিচারে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলতেন।

নির্য্যানের দিন প্রভাতে নাট্যমন্দিরে তিনি প্রভাতী কীর্ত্তন করেছিলেন। তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন যে নিষ্কপটে গুরুসেবা করেই ভবসাগর পার হওয়া যায়।

১১-০৩-২০১৭ তারিখে গুরুপূজার প্রাক্কালে তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ সাধু মহারাজ, শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ, মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ আদি তাঁর সেবা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন।
তাঁর সেবা বৈশিষ্ট্য আমাদের শিক্ষণীয়।

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী প্রেরিত শংসাপত্র

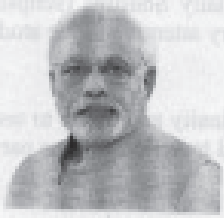

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

MESSAGE

Congratulations to *Gaudiya* Mission for organising Sri Chaitanya Janmotsav from 12th – 19th February, 2017 in Kolkata.

I recall fondly my visit to Kolkata for the Centenary Celebrations of Gaudiya Mission and Math last year. Chaitanya Mahaprabhu was one of the most revered visionaries whose thoughts enriched the world. His profound teachings continue to be relevant in the present times.

Our land is blessed with saints and seers who have made the world a better place. They have the ability and vision to steer social reforms, and help in solving problems like corruption, climate change and inequality in the society.

May the message of peace, love and harmony resonate across the world.

(Narendra Modi)

New Delhi
8 February, 2017

গৌরজয়ন্তীতে শ্রীভক্তি শাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

বিষয়-মাধুর্য্যকাদম্বিনী, স্থান-শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ

সময়- ২ ঘন্টা **পূর্ণমান-৬০**

প্রতিটি প্রশ্ন সমান মান বিশিষ্ট

১। মাধুর্য্য কাদম্বিনী কথাটির মর্মার্থ লিখুন এবং গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

২। ভক্তির স্বপ্রকাশকত্ব গুণের বর্ণনা করুন। উহা প্রাপ্তির বিষয়ে আপনার লক্ষ্য কিরূপ-বর্ণনা করুন।

৩। সাধন ভক্তির ক্রমগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪। অনর্থ নিবৃত্তি বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা এবং ঐ বিষয়ে মহাজনগণের নির্দেশ কিরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৫। অনর্থগ্রস্থ সাধকের লক্ষণগুলি উল্লেখপূর্বক বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

৬। শ্রীধাম পরিক্রমায় আপনার অনুভূতি বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

অথবা

শব্দার্থ লিখুন

অস্মিতা, নিরুপাধিক, ব্যূঢ়-বিকল্পা, কষায়, আত্যন্তিকী

নবদ্বীপের গোদ্রুমধামে ছয় দিন ব্যাপী নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীগোদ্রুমধামস্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ প্রাঙ্গনে গত ৭ই মার্চ হইতে ১২ই মার্চ, ২০১৭ প্রায় ছয়দিন ব্যাপী গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র আদি স্থান হতে আগত ভক্ত তথা আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ২০০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ডঃ শ্রীমদনমোহন মন্ডল ও শ্রীসব্যসাচী দাসাধিকারী মহাশয় পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। গোদ্রুম মঠাধ্যক্ষ ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজের পরিচালনায় ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দদের সহযোগিতায় শিবির সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

গৌরজয়ন্তী উপলক্ষে গোদ্রুম ধামে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/04/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) ও (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org